শক্তিপদ ব্রহ্মচারী (১৯৩৭-২০০৫)

উনিশে মে ১৯৬১ শিলচর

দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন
কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল, 'এই যে ঈশান কোণ—
কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শোন।'

শুনলি না? তো এবার এসে কুচক্রীদের ছা
তিরিশ লাখের কণ্ঠভেদী আওয়াজ শুনে যা—
'বাংলা আমার মাতৃভাষা, ঈশান বাংলা মা।'

উদ্বাস্তুর ডায়েরি

যে কেড়েছে বাস্তুভিটা, সে-ই কেড়েছে ভয়,
আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।
হিংসাজয়ী যুদ্ধে যাব, আর হবে না ভুল
মেখলা-পরা বোন দিয়েছে একখানা তাম্বুল
এবার আমি পাঠ নিয়েছি—আর কিছুতে নয়,
ভাষাবিহীন ভালোবাসার বিশ্ববিদ্যালয়।
বাংলা আমার আই-ভাষা গো, বিশ্ব আমার ঠাঁই
প্রফুল্ল ও ভৃগু আমার খুল্লতাত ভাই!

মা বলতে পারতেন

ছাই-পাঁশ লিখে যাস, মানুষের কী যে কাজে লাগে
বুঝি না কিছুই, দেখি কলমের শিস মুখে, আর
মাঝে মাঝে বিড়বিড় করিস
শব্দ শব্দ শব্দ ব্রহ্ম চারিদিকে শব্দের জঞ্জাল
অর্থহীন বাক্যমালা তোকে শব্দ খুবলে খেয়ে যাবে।

জামায় বোতাম নেই, চুলেও চিরুনি দিস না তুই
কেন যে আকাশ দেখতে মাটিতে হোঁচট খাস রোজ
এ্যাত লেখাপড়া করলি, অফিসের বড়োবাবু হলি না এখনও
হরিদাসপুর থেকে ডাকাডাকি করেছিল কেন যে গেলি না
কিছুই বুঝি না তোর মতিগতি, বই বই বই হল কাল
কাল রাতে ঘুমঘোরে কার সঙ্গে কথা বলাবলি
হয়েছিল তুই কি জানিস ওই পদ্মপত্র কার ডাকনাম?

যে মেয়েটি রোজ আসত তোর কাছে এখন কোথায়
তার বিয়ে হয়ে গেছে? ভালো ঘর, ভালো বর, জানিস তো ঠিক
সবাই থাকুক ভালো, চারিদিক শান্ত স্নিগ্ধ চোখ
আলো নিয়ে জেগে থাক, শস্যদানা খুঁটে নিবি তুই
আমার বুকের দুধে তোর মুখ বারবার ধুয়ে দেবো আয়!